Textile Today
Weekly e-Tabloid

মসলিন
বস্ত্র,গার্মেন্টস ও ফ্যাশন শিল্পের দর্পণ
রেজি নং ১২৫/২০১২ সপ্তাহ ৫১ (২০ ডিসেম্বর- ২৬ ডিসেম্বর), পাতাঃ ৪
www.muslin.com.bd

ওমিক্রন শঙ্কাকে পেছনে ফেলে চমক দেখাল পোশাক খাত

বাণিজ্য খবর

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন শঙ্কাকে পেছনে ফেলে বছর শেষে সেরা চমক দেখাল বৈদেশি মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোশাক খাত।

গত ডিসেম্বরে ইতিহাসের সেরা ৪৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে রপ্তানি আয়ে। এ সময় আয় হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার।

এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের গত ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় হয়েছে দুই হাজার ৪৬৯ কোটি ৮৫ লাখ ডলার। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৮.৪১ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের এই সময় আয় হয়েছিল এক হাজার ৯২৩ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। গতকাল রবিবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের এ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে।

রপ্তানিতে বরাবরের মতোই বেশির ভাগ অবদান পোশাক খাতের। ইপিবির পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ২০২১ সালের একই মাসে পোশাক রপ্তানি ৫২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১৯-এর ডিসেম্বরের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি ৩৮ শতাংশ। ২০২১-এর ডিসেম্বর মাসে ৪০৪ কোটি ডলার সমমূল্যের পোশাক রপ্তানি হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১) রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৯৯০ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৮ শতাংশের বেশি। পণ্যের ক্যাটাগরি অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানিতে ৫৬.৫৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে ওভেন পোশাকের রপ্তানিতে ৪৮.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি এসেছে।

হোম টেক্সটাইলে আয় এসেছে ৭১ কোটি ৭৯ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি ৩১ শতাংশ। তবে রপ্তানি ভালো যাচ্ছে না দেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাট ও পাটজাত পণ্যের। চলতি অর্থবছরের গত ছয় মাসে এ খাতে আয় এসেছে ৫৯ কোটি ডলার। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ কম।

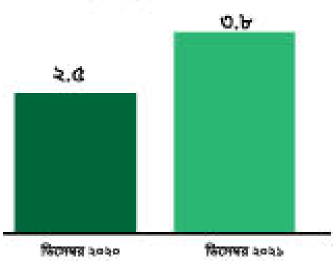

বুটেক্স এর ১০০ বছর উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল (বুটেক্স)দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের একটি স্মৃতিস্তম্ভ। টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস ভিত্তিক যে উন্নয়ন বাংলাদেশ আজ দেখছে তার কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি এক শতাব্দী ধরে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

প্রায় ৩২ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিটিইটি কে পাবলিক ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে অনুমোদন দেন এবং এর নামকরণ করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইল। তাই বুটেক্স নামের জন্ম।

বেগুনবাড়ী-হাতিরঝিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে র‍্যালির মধ্য দিয়ে শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়। শ্রদ্ধেয় ভাইস-চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই এই সমাবেশে যোগ দিয়ে বুটেক্সের নামে গান করেন।

বুটেক্স নামটি স্লোগান দিয়ে র‍্যালিটি ক্যাম্পাসে শেষ হয়।

সম্মানিত অতিথিরা, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাফফর হোসেন (নির্বাচিত এমপি, জামালপুর-৫), প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাশেম (উপাচার্য, বুটেক্স), ডাঃ শাহ আলীমুজ্জামান বেলাল (রেজিস্ট্রার, বুটেক্স) মনে করিয়ে দিলেন, তারা কীভাবে দেখেছিলেন দেশের অর্থনীতি কৃষি থেকে বস্ত্রনির্ভর হয়ে উঠেছে।

বুটেক্স বিভাগীয় সাংস্কৃতিক সেগমেন্টের প্রথম পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি মঞ্চে আসার আগে।

তার জোরালো বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে বুটেক্স এই দেশকে সেরা প্রকৌশলী ও শিল্পপতি দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা যে দিনটি বুনন ও বস্ত্র শিল্প এই দেশটিকে তার "নিম্ন আয়ের" গভীরতা থেকে তুলে নেবে এবং সেই স্বপ্নে অবদান রাখতে বুটেক্সের ভূমিকা কতটা গভীর ছিল তা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন

প্রধান অতিথির বিদায়ের পর সাংস্কৃতিক বিভাগের দ্বিতীয় পর্বে বেশ কয়েকটি বিভাগ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে। ছাত্র-শিক্ষক একইভাবে হাততালি দিয়ে তাদের তৈরি করা নিছক পরিবেশে জমে ওঠে।

১৯২১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত, প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পর, এই দেশের অর্থনীতিতে এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুটেক্স-এর অবদান অবশেষে ফলপ্রসূ হচ্ছে। টেক্সটাইল সেক্টর এই দেশের মোট জিডিপির প্রায় ৮৫% অবদান রাখে এবং এর জন্য দায়ী নায়করা, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা প্রায় একচেটিয়াভাবে প্রাক্তন-বুটেক্সিয়ান।

যেহেতু বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে, নতুন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং টেক্সটাইল সেক্টর এই নতুন যাত্রার অগ্রভাগে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বুটেক্স এবং বুটেক্সিয়ানরা এই দেশের উন্নয়নকে অগ্রভাগ থেকে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে, সমস্ত নতুন মাইলফলকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিজিএমইএ উদযাপন করলো বাংলাদেশের গৌরবময় ৫০ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে সরকারের মন্ত্রী, বিজিএমইএর নেতৃবৃন্দ, আরএমজি উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের উৎসাহী অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিজিএমইএ বাংলাদেশের ৫০ বছর এবং বিজিএমইএর ৪০ বছর স্মরণে তাদের ম্যাগাজিন দ্য অ্যাপারেল স্টোরির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মাননীয় মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম এবং বিজিএমইএর সাবেক সভাপতিও এই জমকালো উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে সাবেক রাষ্ট্রপতিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিজিএমইএ থেকে রেদোয়ান আহমেদ, মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস, কাজী মনিরুজ্জামান, টিপু মুন্সী, এমপি, এস.এম. ফজলুল হক, আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), আবদুস সালাম মুর্শেদী এমপি ও মোঃ সিদ্দিকুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত আইটিও নাওকি, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব উর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বিজিএমইএ নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিজিএমইএর সাবেক সভাপতিদের সম্মাননা প্রদান করেছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজিএমইএর পরিচালক ব্যারিস্টার শেহরিন সালাম ঐশী ও মোঃ মহিউদ্দিন রুবেল।

টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মাননীয় মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এবং সাবেক রাষ্ট্রপতিরাও এই জমকালো উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানে তাদের ভাষণে, বিজিএমইএর অতীতের সভাপতিরা আরএমজি শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের মেয়াদকালে যে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে হয়েছিল তার সাথে মধুর স্মৃতি স্মরণ করেন।

শিশু শ্রম নির্মূল, এমএফএ ফেজ-আউট, 2013 সালের ভবন ধস এবং অন্যান্যের মতো পাহাড়ি চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে কীভাবে শিল্পটি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে তা তারা উল্লেখ করেছেন।

তারা আরও বলেন, পোশাক শিল্পের স্বার্থে বিজিএমইএ এবং এর সদস্যরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং আগামী দিনেও থাকবে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে দরিদ্রতম দেশ থেকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

"বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ বিশ্বে উন্নয়নের মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।"

আরএমজি শিল্প গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, যোগ করেন তিনি।

ফারুক হাসান বিজিএমইএ আয়োজিত উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির আয়োজনে 'ইয়ুথ কার্নিভাল'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

গত ২৪ ডিসেম্বর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির সহায়তায়, সাভারের বিরুলিয়ার কে জি রিসোর্টে টেক্সটাইল ইয়ুথ কার্নিভাল ২.২ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এবং তাদের মাঝে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সংযোগ বাড়াতে সহায়ক।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটি দেশের জনপ্রিয় একটি শিক্ষামূলক প্লাটফর্ম। এটি এই সেক্টরের শিক্ষার্থীদের বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

সেই সাথে, দেশের ২৫টিরও বেশি টেক্সটাইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন লেখা, ম্যাগাজিন, জব রিক্রুটমেন্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, ইউটিউব কনটেন্ট প্রকাশ করে সংগঠনটি।

ইয়ুথ কার্নিভালে অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের জনপ্রিয় কিছু প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যক্তিরা।

প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন হুরাইন হাই-টেক ফেব্রিকস লিমিটেডের (যমুনা গ্রুপ) চিফ মার্কেটিং অফিসার আব্দুল হাকিম, গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন জি-স্টার কোম্পানির কান্ট্রি ম্যানেজার ইঞ্জি. শফিউর রহমান।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিশন টেক্সটাইলস লিমিটেডের সিইও ইঞ্জি. আজিজুল হক মিল্টন, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের ডিরেক্টর এইচটিএম কাদের নেওয়াজ, টেক্সাস ইঞ্জিনিয়ারিং কো. লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল ইসলাম, সফটেক্স লিমিটেডের ডিজিএম (প্রোডাকশন ও মার্কেটিং) আবুল বাসের, এপিলিয়ন গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার

ইয়ুথ কার্নিভালে অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের জনপ্রিয় কিছু প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যক্তিরা।

(এইচ.আর) মোহাম্মদ শওকত ইকবাল, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও চেয়ারপারসন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বাসেদ মিয়া, ইউনিফিল কম্পোজিট ডায়িং মিলের ম্যানেজার (ক্যাড) শওকত হোসেন সোহেল।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও আয়োজনের সভাপতি রিফাতুর রহমান মিরাজি বলেন, "আমাদের অরগানাইজেশন ও এই কার্নিভাল বর্তমান সময়ের টেক্সটাইল সেক্টরের তরুণ শিক্ষার্থীদের সাথে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির একটি সেতুবন্ধন তৈরির উপায় মাত্র। মূলত এর মাধ্যমে একাডেমিক শিক্ষা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিক্ষা উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

২০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়বে এনভয় টেক্সটাইল

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে, শেয়ারবাজারে বস্ত্র খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এনভয় টেক্সটাইলের পরিচালনা পর্ষদ জিরো কুপন বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার মাধ্যমে কোম্পানি অর্থ সংগ্রহ করবে।

তথ্য মতে, ২০০ কোটি টাকার জিরো-কুপন বন্ড ছাড়বে এনভয় টেক্সটাইল। এর মধ্যে ডিসকাউন্টের কারণে বন্ডের বিপরীতে ১৬৮ কোটি ৪৪ লাখ টাকা পাবে কোম্পানিটি।

তবে মেয়াদ শেষে বন্ডহোল্ডারদের ২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করবে এনভয় টেক্সটাইল।

এ বন্ডের মেয়াদ হবে ৫ বছর। বন্ডের ডিসকাউন্টের হার হবে ৬.৫০ শতাংশ থেকে ৭.৫০ শতাংশের মধ্যে।

বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন এবং আংশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করবে কোম্পানিটি।

বন্ড ইস্যু তারিখের ৬ মাস পর থেকে অর্ধবার্ষিক হিসেবে ১০ কিস্তিতে বন্ডধারীদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

কোম্পানিটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন সাপেক্ষে এই বন্ড ইস্যু করবে।

যাত্রা শুরু করলো ব্লুচিজ অনলাইন ফ্যাশন হাউস

নিজস্ব প্রতিবেদক

অনলাইন ভিত্তিক ফ্যাশন হাউস ব্লুচিজ ঢাকার ইম্পেটাস লাউঞ্জে যাত্রা শুরু করে। ক্লায়েন্টদের চাহিদা এবং একচেটিয়া ডিজাইনের কথা মাথায় রেখে, ব্লুচিজের অনলাইন স্টোর ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী এবং ট্রেন্ডি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কাপড়ের একটি আশ্চর্যজনক সংগ্রহ তৈরি করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। হাসান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিকে শুভেচ্ছা জানান এবং ব্লুচিজকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য সকলের কাছ থেকে উৎসাহী সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। পরিশেষে ফারুক হাসান ব্লুচিজের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

ব্লুচিজের পুরুষদের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, পায়জামা, সোয়েটার, হুডি, জ্যাকেট, ডেনিম জিন্স এবং ক্যাজুয়াল প্যান্ট যা বিভিন্ন রঙ এবং ডিজাইনে পাওয়া যাবে। মহিলাদের জন্য কুর্তি, টপস, চিনো প্যান্ট, ডেনিম জিন্স এবং ক্যাজুয়াল প্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে। যে কোনো সময়ে নতুন পণ্যের বিস্তৃত পরিসরও পাওয়া যায়।

ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান, প্রতিষ্ঠাতা, ব্লুচিজ বলেন, "ক্লায়েন্টরা যাতে উন্নত মানের বিভিন্ন পণ্য পায় তা নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের ডিজাইনারদের মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম করছি।

আমি বিশ্বাস করি ব্লুচিজের পণ্যগুলি ফ্যাশন-সচেতন গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বাজারে একটি ভাল অবস্থান নিশ্চিত করবে।"

ব্লুচিজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সিমিন জামান বলেন, "আমরা বিশ্বমানের ফ্যাশন ট্রেন্ড নিশ্চিত করতে অনলাইন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেব। এছাড়া মান বজায় রাখতে কাপড়ের ল্যাব টেস্টিং করা হয়। অনলাইন অর্ডারের জন্য বিশেষ ছাড় পাওয়া যাচ্ছে।"

সিমিন জামান সকল অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সোয়েটারে ১৬% অবচয় সুবিধা চায় বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সোয়েটার উৎপাদনে কয়েক দিন আগে নির্ধারণ করা অবচয় হার ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আগের মতো ১৬ শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

সম্প্রতি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির দপ্তরে পাঠানো এক চিঠিতে এ দাবি জানান সংগঠনটির সভাপতি ফারুক হাসান।

১৯৯৮ সালের পর গত ১৯ ডিসেম্বর অবচয় হার পুনর্নির্ধারণ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

যেখানে গড় অবচয় হার ১৬ শতাংশের পুরোনো নিয়ম বাতিল করে নিট পণ্য, স্পেশাল আইটেম ও সোয়েটার-মোজার তিনটি পৃথক হার নির্ধারণ করা হয়।

এতে স্পেশাল আইটেম সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ অবচয় সুবিধা পায়। আর নিটপণ্য ২৭ শতাংশ ও সোয়েটার-মোজার জন্য ৪ শতাংশ অবচয় সুবিধা নির্ধারণ করা হয়।

অবচয় হার নিয়ে ১৯৯৮ সালের আগের আদেশে সোয়েটার মোজার জন্য আলাদা কোনো নিয়ম ছিল না। এতে অন্যান্য পণ্যের মতো এটিও ১৬ শতাংশ অবচয় সুবিধা পেত।

বিজিএমইএর চিঠিতে বলা হয়, সোয়েটারের অবচয় হার নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি কোনো কারখানা পরিদর্শন বা যথাযথ বিশ্লেষণ করেনি। তাই এই হার আগের মতোই ১৬ শতাংশে বহাল থাকা উচিত।

টিম গ্রুপের শ্রমিকেরা কোভিড-১৯ এর টিকা পেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

টিম গ্রুপের ৯ হাজার পোশাক শ্রমিক পেলেন করোনা ভাইরাসের টিকা । রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান টিম গ্রুপের ছয়টি কারখানা রয়েছে। ।

প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৯ হাজার শ্রমিককে করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর, সাভারের ফোরএ ইয়ার্ন ডায়িং কারখানার ৮ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৭০ শতাংশকে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।

টিম গ্রুপ জানিয়েছে, কয়েক দফায় তাদের গ্রাম টেক নিট

ডায়িং ফিনিশিং অ্যান্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ, ব্রাদার্স ফ্যাশন ও মার্স স্টিচের শ্রমিকদের টিকার প্রথম ডোজ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

বাকি সিবিএম ইন্টারন্যাশনাল ও সাউথ ইস্ট সোয়েটারের শ্রমিকেরাও শিগগিরই টিকা পাবেন। সেই সাথে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে কোম্পানির শতভাগ শ্রমিক করোনা টিকার প্রথম ডোজ পাবেন।

২০২১ এর শীর্ষ কর্মীদের স্বীকৃতি দিল ডংগি সোর্সিং

নিজস্ব প্রতিবেদক

ডংগি সোর্সিং লিমিটেড (ডিএসএল) সর্বদা কোম্পানিতে তার শীর্ষ কর্মচারীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়।

তাই এ বছর, ডিএসএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোফাজ্জল হোসেন পাভেল, তার ২০২১ সালের সেরা কয়েকজন কর্মীকে 'ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বীকৃতি' পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন।

মোঃ ইদ্রিস আলী, ব্যবস্থাপক (নমুনা বিভাগ) ২০২১ সালের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী এবং উৎসর্গীকারী পুরস্কার জিতেছেন।

মোফাজ্জল হোসেন পাভেল ইদ্রিস আলীকে কক্সবাজার ভ্রমণের বিমান টিকিট দিয়েছেন। মোঃ আবুজর গিফারী, সহকারী ম্যানেজার (বাণিজ্যিক ও শিপিং) ২০২১ সালের সৎ এবং অনুগত কর্মচারী জিতেছেন। মোফাজ্জল হোসেন পাভেল আবুজর গিফারিকে ১০ হাজার টাকার একটি ব্যাংক চেক দেন।

মোঃ সামসুজ্জামান বাপ্পি, ব্যবস্থাপক (তথ্য প্রযুক্তি) এবং সৈয়দ খালিদ হাসান, বিভাগীয় প্রধান (অ্যাকাউন্ট ও ফিন্যান্স) সাইলেন্ট পার্ফমার বর্ষ-২০২১ স্বীকৃতি পেয়েছেন। মোফাজ্জল হোসেন পাভেল উভয়ের হাতে ১০ হাজার টাকার একটি ব্যাংক চেক তুলে দেন।

ডিএসএল হল একটি বিশিষ্ট রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) বায়িং এজেন্ট এবং রপ্তানিকারক

মোফাজ্জল হোসেন পাভেল ইদ্রিস আলীকে কক্সবাজার ভ্রমণের বিমান টিকিট দেন।

যার একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানের পরিষেবা, মানসম্পন্ন সমাধান এবং মূল্য সংযোজন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৈশ্বিক পর্যায়ে টেক্সটাইল শিল্পের জন্য পণ্য শেষ করার জন্য, কাপড় থেকে শুরু করে ফ্যাশন পর্যন্ত বাজারের মাধ্যমে। জ্ঞান, অভিজ্ঞ সোর্সিং পেশাদার।

এটির একটি গতিশীল, প্রতিভাবান, এবং ভাল অভিজ্ঞ দল এবং ফ্যাব্রিক সোর্সিং, গার্মেন্ট প্রযুক্তি এবং সম্মতি সহ একটি দুর্দান্ত অফিস কাঠামো রয়েছে। মোফাজ্জল হোসেন পাভেল মহামারীর মধ্যে ডিএসএলের যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং এমন একটি সংকটময় সময়ে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

অনন্ত গ্রুপে 'নতুন বছরের উপহার' অনুষ্ঠান

শীর্ষস্থানীয় পোশাক নির্মাতা অনন্ত গ্রুপ নতুন বছরের উপহার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে অনন্ত তার কর্মী ও কর্মীদের প্রশংসা করার জন্য তার ১৫০০০ কর্মী ও কর্মীদের নতুন বছরের উপহার দিয়েছেন।

অনন্ত গ্রুপ যে কোন উপলক্ষ এলে তার কর্মীদের সাথে সবসময় ভালবাসা এবং আনন্দ ভাগ করে নেয়। অনন্ত একটি ১০০% রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক (আরএমজি) ইউনিট। এটি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সদস্যপদে রয়েছে।

প্রধান পণ্য হল ট্রাউজার, শার্ট, আনলাইনড জ্যাকেট, সামগ্রিকভাবে সব ধরনের শর্টস এবং স্কুল-পরিধান। অনন্তের উদ্দেশ্য হল পেশাদার ব্যবস্থাপনার ক্রমাগত বিকাশের মাধ্যমে দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা।